সংসারব্রতকথা | মনোজিৎ মিত্র

মনোজিৎ মিত্র

সংসারব্রতকথা

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ২০১৫

প্রকাশক: গ্রন্থ প্রকাশ, grontho.com

grontho.com@gmail.com

প্রচ্ছদ: অজান্তা-ইলোরার গুহাচিত্র অবলম্বনে

এই বইটি ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্সের আওতাধীন। এর অর্থ হল, এই বইটি যেকোন অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিতরণ ও পুনরুৎপাদনযোগ্য। ক্রিয়েটিভ কমন্স লাইসেন্স সম্পর্কে জানতে দেখুন, http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

সংসারব্রতকথা

মনোজিৎ মিত্র

উৎসর্গ

সংসারব্রতকথা
যে পুরুষ না করে পাঠ, ভালোবাসা
শুকনো তার আমড়ার কাঠ।
যে নারী, এ ব্রতকথা করে না শ্রবণ
জেনে রেখো সংসারে নাই তার মন।

- সকল সংসারী মানুষদের।

সূচী

পূর্বভাগ (১)
পূর্বদিন (২)
কালরাত্রি (৯)
অগ্নিপর্ব (১৩)
জলস্রোত (১৬)
অশেষাংশ (১৮)

পূর্বভাগ

যে তুমি, সংসারে ধরে আছো হাল
আমি মাঝি বেসামাল। কেবল দাঁড়
টেনে যাই।
জানি না, কোথায় চলি?
যদি তা অনন্ত সুখের, যদি তা মধুর
যেখানে লুকানো থাকে জীবনের সুর
জানি না কেমন তা,
শুধু জানি তোমাতেই জমে আছে
জীবনের পলি।

আমি সেখানেই বাঁধি ঘর,
আমার সংসার
আমার প্রেমের মানুষ,
আকাঙ্খার সহচর।
তোমাকেই সাথে নিয়ে হব এ সমুদ্র পার।
জানি তা ঝঞ্ঝাময়, জানি তা শ্বাপদাকীর্ণ
ছলনার খেলাঘর আছে সাজানো মায়ায়।
তবুও তো ভরসা তুমি।

পূর্বদিন

হয়ত দিনগুলোর আসা- যাওয়া তাদের নিয়মেই। কিন্তু তোমার উপস্থিতি বদলে দেয় পৃথিবীর সকাল। আমার বুকের ভেতর বয়ে যায় নদী। তোমাকে পেলে আমার সকাল আলোময় না পেলে অন্ধকারের ভিড় ঢেকে দেয় জীবনের দিন। বউ সংসারে তোমা ছাড়া ঘুম ভাঙা সকাল যেন কখনো না আসে। জানি এ প্রার্থণা পূরণের ক্ষমতা একমাত্র তোমারই। সংসার দেবী, প্রাণময় সত্তা আমার, তুমি অনন্ত হও।

১.

[ঘুম ভেঙে দেখা তোমার শান্ত মুখ
সারিয়ে দেয় আমার সকল অসুখ।]

কিভাবে বন্দনা করি তোমার?
কোন উপাচারে বলো সাজাব পূজার থালা?
সংসারী মানুষ হয়ে এই প্রশ্ন ভণিতা।
আমি তো জেনেই গেছি
সংসারে জমে ময়লা। ঝেঁটে না ফেললে তা
জমে হৃদয়ে। ধীরে ধীরে খেয়ে নেয় সমস্ত শরীর।
অর্থ সংসারের ঝাড়–।
সমস্ত ময়লা সে ঝাড়– দিয়ে রাখে।
তবুও তার অভাবে হৃদয় হয়না মলিন।
প্রয়োজন মেটে না যখন,
তখনও তো
তোমার পায়ের শব্দ ঘরময় আনন্দ হয়ে বাজে।
অভাবের সংসারে।
তুমি ছাড়া এ অভাবির নেই আর কিছু।
প্রতিদিন একা একা অপেক্ষার প্রহর গুনি
সংসারে কবে আসবে সুদিন?
অর্থ আনে সচ্ছলতা।
তার তো সাধ্য নেই দিনকে সুন্দর করার।
একমাত্র তোমরই তা আছে।
আমার সুদিন তুমি।
তুমি আসলেই চার দেয়ালের ঘর হয়ে উঠে

আনন্দ আশ্রম। তোমার ঘ্রাণ নিয়ে আসে
বেহেশতের বাতাস।
আমি বুক ভরে টেনে নেই তারে।

তোমার আদুরে মুখ
এলোমেলো হয়ে থাকা গায়ের কাপড়
গুছিয়ে দেয় আমার শান্তি প্রতিদিন সকালে।
ঘুম ভেঙে দেখা টের পাওয়া
তোমার জড়ানো শরীর
আমাকে বলে দেয়
জীবনের মানে।
বেঁচে থাকার অনন্ত শান্তির বাণী নিয়ে
আসে সকালের আলো,
বউ তোমার
অলক্ষ্য ছোঁয়ায়।
তোমার জড়ানো হাতে।

ঘুম জড়ানো সকালের বাক্য
তার সাথে জড়ানো রাগ। ঘুম
ভাঙলে তোমার রাগ লাগে ভীষণ
তুমি গুম হয়ে বসে থাকো বিছানার পর।
আমি দেখি আমার সামনে বসে থাকা
থমথমে সুখকে। তারে জড়ানোর আবদার
আমি ফেলতে পারি না কিছুতেই।
তুমি আরও বিরক্ত হও।
ধ্যাৎ, বলে উঠে যাও।
আমাকে ফেলে রেখে বিছানায়।
সমস্ত বিছানা জুড়ে তোমার ঘ্রাণ।
বালিশের কোণে লেগে আছে তোমার চুল।
আমার শরীরে আমি পাই তোমার সুবাস।
আমি যেন ডুবে যেতে থাকি আবার তোমার শরীরে।
তোমার দাঁত ব্রাশ তখন শেষ।
আমার অলস শরীর
তোমার হাতের ছোয়ায় জেগে উঠে ফের।
শুরু হয় আমার সকাল।
এইতো আমার সংসার।

সকালের আলোর চেয়ে
তাই জরুরি তোমায়।

তুমি ছাড়া নিয়মের আলো, সে আলো সূর্যের
সে দিন হয় না আমার।

ঘুম ভেঙে বুকে টেনে নেই
তোমাকে যখন।
পৃথিবীতে এর চেয়ে
জানি আর সুখের হয় না কোন ক্ষণ।
তোমার অনুভবে ভরে ওঠে এ জীবন
আমার আনন্দে গায় পাখিরা তখন।
শুরু হয় পৃথিবীর ব্যস্ততা।
আমার বুকের ভেতর তবুও যেন
অখ- অবসর। সেখানে তোমার
খেলা চলে অবিরল।
আমি মুগ্ধ হয়ে
থাকি বউ, তোমার ভেতরে বাইরে
আমাকে বিস্ময়ে করে তোলে বালক।
তোমার শাসনে তাই ব্রাশ হাতে দাঁত মাজি।
তোমার বুকে এসে মুছে ফেলি
জড়ানো জল।
তোমার আদরে জেগে থাকে আমার সকাল।
জেগে উঠে আমার সকল।
আমি অনুভব করি
বাতাস।
দৃষ্টিতে ধরা দেয়
আলো।
দেখি লাল, নীল, হলুদ
আর যত রঙ
যেন মাখামাখি করে আছে একসাথে
শব্দ শুনি,
ঘ্রাণে বুঝি এত মাদকতা!
আমাকে প্রাণ দান করো
তুমি প্রতিদিন।

২.
[তুমি ছাড়া ঘুম ভাঙে মৃত্যুদিনের মত
পাশাপাশি থাকে তখন বিরহেরা যত।]

যেমত উনুনের ছাই ফেলা হয়
ছাইয়ের গাদায়। আমি যেন সেরকম
নিক্ষিপ্ত হই। তুমি ছাড়া ভাঙে কেন আমার
ঘুম? কেন আমি জেগে উঠি।
দেখেছ তো রোগগ্রস্ত বৃদ্ধ কেমন জেগে থাকে
মরণের প্রতিক্ষায়, মনে হয় তার এই বুঝি এল
যমদূত। আমিও তেমনই পায় টের
কারা যেন বিশ্রী হাসে
সমস্ত শূণ্যতা জুড়ে কে যেন ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সমস্ত শরীর আমার ঠাণ্ডা হয়ে যায়
তুমি কোথায় বউ, তুমি আছো কোথায়?
আলো তখন একরঙা
ঘ্রাণ যেন নেই পৃথিবীর
থেমে গেছে সব শব্দ
পৃথিবী ভীষণ নীরব। মৃত্যুপুরি হয়ে গেছে
সমস্ত জগৎ।
আমি জেগে উঠি এক বিভীষিকার ভেতর।
বলি এ স্বপ্ন, সত্যি তো নয় তা।
পাশ তো তুমিই আছো
যদিও বিছানা খালি
তবু আমি তোমারে অনুভব করি প্রাণপন।
তুমি ছাড়া আমার সকাল বিষন্নতায় ম্লাণ।

যেমন বেড়ে ওঠে পথের ঘাস
পথিকের পায়ে ক্ষয়ে যাবে বলে।
আমার সকালও যেন সেই ঘাসের মত।
তোমার না থাকা
আরও গাঢ় হয়ে চেপে বসে বুকে।
বলে, খুব তো জেগে মেলা
হলো চোখ।
দেখি এখন কেমন বইতে পারো শোক।
কি উত্তর দেব তার?
বাক্য শোনার কেউ নেই পাশে।
সমস্ত ঘর জুড়ে জমা হয়ে আছে
একটা দিনের ব্যাথা।
তারে বুকে ভরে উঠে বসি বিছানায়।
আমার দিন শুরু তখন শুন্যতায়।
কোথাও নেই কেউ।
চারপাশ জুড়ে হাহাকার করে চলে
শহরের হর্ণ, রিকশার টুং- টাং, মানুষের

সব কথা।
আমার দিন মরে গেছে
সেদিন বহু আগেই
যখন ঘুম ভেঙে পায়নি তোমায়।

তুমি ছাড়া এ কেমনতরো আলো
পৃথিবীর?
বউ।
আমার ভয় লাগে সেই সকালের
শুণ্য আলোয়।
সংসারে তোমার আলোয় বড্ড ভালো।
সূর্যের
আমার দরকার নেই।
কেবল তোমাকেই চাই সকাল বেলায়।
প্রতি- পূর্ব- পর আছে যত দিন।

তোমাকে জড়িয়ে থাকব
নিঃশ্বাস নেব বুক ভরে।
আঙুলের ফাঁকে তোমার আঙুল
ফুলের মত উঠবে ফুটে।
পায়ের পাতায় মাঝে রেখে দিয়ে পা
তোমাকে আরও নিবিড় করে
শক্ত করে, বুকের ভেতর এনে
আসুক সকাল।
বিষন্ন একলা সকালে এই
আমার বেঁচে থাকার স্বপ্নজাল।

৩.
[পরিচিত শব্দকলা দূরে ভেসে গেলে
সুখের ছোঁয়া কি আর নীড়েতে মেলে।

বিরহ আসে
বজ্র নিয়ে। আমার বুক তখন
কালো মেঘ। শব্দ আর আলোর
সমস্ত ঝলকানি অনুভবে এনে দেয়
তীব্র ব্যথার ঝলকানি।

আমাদের সংসারে সকালে কলহ
কখনও আমাকে করে তোলে
বিবেচনা বোধহীন।
তবুও স্বস্তিতে হাত ধরি তোর
প্রিয় বউ, আশ্রয় আমার
মনকে প্রবোধ জানাই।

আমি তো জানি সেই কলহের কারণ।

যেমন শিশির মরে যায় রোদে,
বৃষ্টির অভাবে চারাগাছ।
কিংবা
শকুনেরা করে হাহাকার
বেঁচে থাকা গরুদের দেখে।
যত আমি তোরে বলি পুরুষ
ভালোবাসা সম্পদ নয়, তত তুই ভুলে যাস
টাকা কতখানি দরকার। টাকা ছাড়া
বদ্ধ চারদেয়াল
সংসার কারগার।
শখের আকাঙ্খায় জমে শোকের ভিড়।
জানা আছে প্রয়োজন আর চাহিদার
ফাঁক।
তোমার প্রতি আমার তাই হয়েছে
অন্যায়।

আমাদের সংসার
জানি একটা দ্বীপের কথা ছিল
যেখানে থাকব কেবল তুমি আর আমি।
এইসব অসভ্য সমাজের মানুষের
বাইরে সেখানে পিছনে পাহাড় আর
সামনে সাগরের মাঝে থাকবে
তোমার আমার ঘর।
অথচ শহরের ঘিঞ্জি আর একঘেয়ে
ইট- কাঠের দেয়ালের মাঝে
আমরা বন্দী দুজন।
আজ।
তবুও চোখে সেই স্বপ্ন।
নষ্ট হয়ে যায় প্রতিদিন।

অনেক হয়েছে হেলা তোমার প্রতি।

অভিযোগে জর্জরিত আমি জানি
আর কোন অভিযোগ করার মত আশা
তোমার আর নেই।
তুমি আর চাও না তাকাতে আমার দিকে।
রাখো না আর কোনো ভরসা।

মানুষের বড় প্রেম কল্পনায় ভাসে না।

মানুষ বড় হয়ে গেলে প্রেম
কঠোর হয়ে যায়।
তারে তখন ধরতে হয় বাস্তবতায়।
কল্পনার কাল কবে হয়ে গেল শেষ?
তবুও আমি ধরি নাই হাল।
একাকী এখন তুমি
আমি থাকতেও!
তোমার পাশের মানুষটি হিসেবে
আমি বড্ড বেমানান হয়ে চলি
প্রতিদিন তোমার কাছেই।

হিসাবের কই গুনে আজ চলছে দিন
জমে আছে অগোচরে বেদনার ঋণ।
সাধ সাধ্য হিসাবে
তোমার অবহেলার আক্ষেপ
আমি জানি কি আমার অপরাধ।
কতখানি কম আছে আমার সম্পদ।
আমার চারপাশ জুড়ে থাকে
তবুও তোমার নিঃশ্বাস।
আমাকে জাগিয়ে রাখে
দীর্ঘশ্বাস।
অবহেলা।
আমি জানি কথা রাখা হয়নি।
আমার সমস্তটা জুড়ে বাজে হাহাকার।
সংসারে তোমায় যন্ত্রনায়
ঘিরে রাখে।
আমার অভাব মেটে না।
আমার চেষ্টা হয় না সফল।

তবুও বিশ্বাসে রাখি তোকে
তুমি আর আমি একদিন নিশ্চয়ই
পার হয়ে যাব এইসব না পাওয়ার দিন।

সচ্ছলতা আসবে আমাদের সংসারে।
প্রয়োজনমত কিনতে পারব চাল- ডাল- আটা।
আমাদের না খাওয়া দুপুর
কেবল দিনের পর দিন
আলুভর্তার মৌসুম
হবে শেষ।
যদি থাকে ভালোবাসা।
অভাবের আনাগোণা এত দীর্ঘ কেন বউ
কেন এই যন্ত্রণার মন্ত্র প্রতিদিন উচ্চারণ?
অশান্তি বেড়ে চলে
আমাদের সংসারে
ছাড়খার বুঝি হয়ে চলি আমরা!
জানি এই দিন শেষ হয়ে যাবে।
তাকে শেষ হতে হবে।
তার আগে
অভাবের আগুনে পুড়ে চলা সংসারে।
কেবল তুমি আমি পুড়ে চলি তাতে
সে আগুনে ভালোবাসা পোড়ে না।

অভাব, ভালোবাসা ছুঁয়ে যায় ছাই করে না।

কালরাত্রি

বিষণœ রাত্রিরা মুছে দেয় সব আলো, গড়ে তোলে অন্ধকার দেয়াল। সারারাত কালো বামনেরা চুনকাম করে সে দেয়ালে একে দেয় ভয়ার্ত বিরহগাঁথা। আমি সেই গাঁথা কণ্ঠে তুলে গাই তোমারই গান। যখন অবসন্ন হয়ে আসে জীবন, মুছে যায় আকাশের তারাফুল আমি সেই অন্ধকার আকাশের মাঝেও দেখি তোমারই মুখ। আমি সেই মুখকেই বুকে ভরে রাখি, সে আমার জীবনপ্রদীপ হয়ে জ্বলে।

১.

[আঁধারে মিশে যায় একে একে সব আলো
তখন একাকী কি তুমি সেই প্রদীপ জ্বালো।]

অবসন্ন হয়ে আসে বুক
সমস্ত প্রতীক্ষার পর।
ফুরায় দিনের সময়, সব কাজ
আমি ক্লান্ত ঘরমুখো
নিঃসঙ্গ পথিক।
সারাদিনে তার নেয়নিকো কেউ খোঁজ।
তবুও তার বুক বাঁধা আশায়।
হয়তো কেউ জ্বেলেছে সন্ধ্যাপ্রদীপ।
হয়তো আলো হয়ে আছে তার ঘর।

শুণ্য, নেই কেউ
অন্ধকার জমা হয়ে থাকে কেবল।
বাতাসে বিষের গান।
নিঃশ্বাসে ঝরে ম্লান গোলাপ।
পাপড়িতে তার লেগে আছে
বসরার স্মৃতি।
যে বাগান হয়ে গেছে ছারখার
বিষাক্ত বোমায়।
আমার ঘরও কি তেমনি
আমরা কি আজ সেই উদ্বাস্তুদের মত
খোঁজহীন, ঠিকানাবিহীন?

অসহ্য অপেক্ষায় কাটে রাতের প্রহর।
ঘড়ির কাটারা শুধু দেয় পাহারা।
আমার হৃদয়।

মনে হয় তবুও শব্দ হলে
লোহার গ্রিলে।
এই বুঝি তুমি উঠে এলে উপরে।
সিঁড়িতে বুঝি তোমারই পায়ের আওয়াজ।
কান পেতে রই।
তোমার নূপুর কি বাজছে?
আমি শুনি সেই শব্দ।
যে শব্দের খোঁজ কেউ পাইনি কোনদিন।
আমি সেই শব্দের স্রষ্টা।
তুমি তার উৎসরিতা মেয়ে।
সেসব বিভ্রম।
আমি গল্প জুড়ি তোমার ছবির সাথে।
আমার দেয়ালে লেগে আছে তোমার কালো টিপ।
যতেœ তারে পড়িয়ে দিই কপালে তোমার।

আলতো হাতে ছুয়ে দেই
তোমার কপোল।
আমি ঘুরে ঘুরে চলে আসি ঘোরে।
সেখানে তুমি আসো ধীরে
হাতের আঙুলে রাঙানো
হলুদ নেইলপালিশ।
পায়ের পাতায় আলতা।
যেন ফুটে আছে রক্তকবরী।
সমস্ত ঘর জুড়ে প্রিয় সুবাসে মৌ মৌ।
তোমার মুখে জমে আছে এক বিন্দু ঘাম।
আলোয় লাগছে তাকে হীরের ফুল।
তারপর সেই ফুল
মিলে যায় চারপাশে।
তুমি উজ্জ্বল বিন্দু হয়ে কোথায় হারিয়ে যাও?

বুক থেকে খুলে আসে
পাজরের হাড়।
পেটের ভেতর উড়ে নীল প্রজাপতি।
বউ, সোনা বউ
আমার ভীষণ একলা লাগে।
মনে হয় চারপাশে জমে আছে
কারো ভারি নিঃশ্বাস।
দমবন্ধ চারপাশ।

২.

[রাতগুলো ছেয়ে থাকে দানবীয় শ্যাওলায়
আমারে টুকরো করে তারা চেটেপুটে খায়।]

কে ডাকে কাকে?
কার ঘরে শব্দ আর কার ঘরে শ্বাপদ?
শহরে জানে কেউ তা।
কার ঘরে কোন আলো
আগুন হয়ে পোড়াবে কখন?
বিষাদিত মন খোঁজে না এর উত্তর।

তুমি চলে গেলে
আমার
জানতে
ইচ্ছে

করে না
পৃথিবীর মানে।
আমার সসাগরা পৃথিবী তুমি।
হয়তো বা দূর মহাকাশ।
যেখানে মানুষের নেই বসতি, সেখানেও
আমার বুকে তোমার চলাচল।
তুমি চলে গেলে
তাই জেগে ওঠে আর সব
ভয়ানক প্রাণ।
তারা সারবদ্ধ মৃতের মত চুপচাপ
এসে দাঁড়ায় আমার মগজে।
খুশিমত তুলে খায়
ইচ্ছেমত ছড়ায়।
তুমুল যন্ত্রণায় ছিড়ে পড়ে মাথা।
আঁধারের সাথে তার আড্ডাবাজি শেষ হলে
ক্লান্ত বিছানায়
তবুও কেউ আসে না।

কুরুক্ষেত্রে পড়ে থাকে কেবল লাশের সারি।
অর্জুনের শরসন্ধান কেবলই বৃথা।
তাদেরতো আগেই হত্যা করেছে কৃষ্ণ।
আমি তো দুপক্ষের কোনো দলে নেই।
আমি তো তোমার দলে।
আমাকে উদ্ধার করো তুমি।

হে,
অনন্তবধূ
আমার ত্রাতাপত্নী
আমাকে আশ্রয় দাও
তোমার উষ্ণ বুকে।
যেখানে জমে আছে কত অভিমান।
আমার অভাব ছুয়ে গেছে যেখানে
দাগ কেটে কেছে আমার না পাওয়া।
যদি না হয় তা
তবে থাকো দূরে।
তোমার ইচ্ছা মত আমিও নিখোঁজ।

অভাবের শোকগাঁথা
বুকে ভরে রাখি।
তোমার ভীষণ শোকও

জমা হয়ে থাকে তার পাশে।
পাশে থাকা একটা মানুষ ছিল,
একটা মানুষ আছে আমার এখনও।
যত দূরেই থাকুক না
সে।
সে আছে আমারই।

এখনো আমিই একমাত্র শ্রোতা তোমার
তুমিই বলে যাও সেইসব না হওয়া গল্প।

অগ্নিপর্ব

দাবানলে পোড়ে বৃক্ষ, বন ছেড়ে চলে যায় যত পশুপাখি। গাছেরা দাঁড়িয়ে থাকে ঠাঁই, তাদের তো নেই পালানোর উপায়। জ্যান্ত বৃক্ষ কালো হয়ে তবুও প্রতীক্ষা জলের। আবার গজায় তার কালো কা- ে সবুজ পাতা। আমরা তো বৃক্ষের মত অতটা অসহায় নই, আমাদের সংসারে দাবানলও লাগে নাই। তবে কেন তুমি এত দূরে, বউ? কেন খুঁজে ফিরি অসহায়ের মত, কেন পাই না তোমায়?

১.

[ঘিরে থাকে চারপাশ পুরোনো শহুরে দালান
ক্ষয়ে যায় আলোবাতি, অন্ধকার হয়না ম্লান।]

উড়ে যায় সাদা ধোঁয়া
ভেসে আসে কত আশ্বাস।
বুকে কেবল জমা হয় একদলা নিকোটিন
প্রতিদিন।
কোন দিকে যাবো বলো?
হয় না, হচ্ছে না।
হতাশার মাঝে তবুও
তোমার মুখের আলো আমার অন্ধকারের দিশা।
সেই মুখ কালো হয়ে আসে
ধীরে।
ঢেকে যায় হতাশায়।
শুণ্য হয়ে যায় আমার সমস্ত আশ্রয়।
আমি তবুও একাকী নই

এই ভেবে পথ হাঁটি।
তোমাকে
নিয়েই আমি পথ চলি। এই ভেবে পথ আমার
নিজের করে আনি।

না,
সে পথ আমার না
যে পথে নেই তুমি।
সমস্যার সমাধান মেলে
যন্ত্রনার
উপশম হয়। তবুও আমি ধরে রাখি
খুঁজে না পাবার যন্ত্রণা।
তুমি ভুলে থাকো আমাকে। দিন- রাত
কেটে যায়। কেটে যায় আমার হৃদয়।

এই শহরে
একাকী, অসহায় কাটে
তোমার অপেক্ষায়।
মরে যাওয়া নদীতে বান এলে পড়ে
সে করে ঘূর্ণির খোঁজ।
পাড় তাকে ভাঙতেই হবে রোজ।
সেই রকম আমি যেন মরে যাওয়া নদী।
আমার ঘূর্ণি তুমি,
বান এসে চলে যায়
পাড় পাড়ে ঘিরে ফেলে আমার আশ্রয়।

কাটেনা সময়
হয় না, চলে না এভাবে।
তবুও পার করি দিন প্রাণপন।
অসহায় তোমার প্রতি
আচরণ আমার। তোমার যোগ্যতার পাশে
বেমানান হয়ে থেমে যায়।
তুমি চলে যাও দূরে।
মেলে না
সেই
জাহাজ
যাতে চড়ে অনায়াসে তোমাকে
নিয়ে পার হয়ে যেতে পারি
সাত সমুদ্র।
হাবুডুবু খেয়ে বারবার ভেসে থাকা

বারবার তোমাকে
আশ্বাস দিয়ে চলা
আমার কাছেই এখন লাগছে ভীষণ
ক্লান্তিকর।
মনে হয়, নষ্ট বুঝি হয়ে গেল তোমার জীবন।
আমি কি পারব তারে শ্রুশ্রুষা দিতে?
যেমন বর্ষার জলে জেগে ওঠে
কচি লাউ চারা।
মাটির ঘ্রাণ নিয়ে আসে
স্বস্তির ঘুম।
ধুলোর দল কাদা হয়ে
পড়ে থাকে রাস্তায়।
একটা বৃষ্টিতেই তো কত কিছু
বদলায়।

সেভাবে বদলাবে নিশ্চয়ই।
তোমার সাথে প্রিয় খুনসুটি
কখন আসবে তুমি?
কখন আসব আমি
এরকম মধুর অপেক্ষার অবসান।
আমাদের সংসারে আবার
জাগবে রাত।
বারবার বিরক্তিতে তুমি পাশ ফিরে
আর ঘুমাবে না।
আমাকে বসে থাকতে হকে না বিছানায়।
তুমি মুখ রেখে আমার বুকে
বলো কোন প্রিয় গল্প।
আমি জেনো সেই গল্পের সুর শুনি।
সেই মৃদু কথা কানে ভেসে আসে।
হা, কল্পনা-
বাস্তবে যন্ত্রের এই যুগে
আমার মোবাইলেও আমি শুনিনা তোমার স্বর।
তুমি কত বহুদুর? আমিও খোঁজবিহীন।
মাথায় অগ্নিদুপুর।
পথ হাঁটি
সুখের খোঁজে। কাজের খোঁজে।
যদিও তা সচারাচর
করে পারাপার কত
বাটপার।
তবুও আমি কেবল বিনা খরচায়

স্বপ্ন দেখার সাহস দেখায়।
বুকের ভেতর তুমি
জানি পার হয়ে যাব অগ্নি মরুভূমি।

<u>জলস্রোত</u>

জীবনের জল যদি হয়ে পড়ে স্রোতহীন, নদীর মতই তার বুকে জমে আসে শৈবাল। জন্ম নেয় জলকীট, শুরু হয় পোকাদের উৎসব। তাই তোমার কাছে মিনতি বধূ স্রোত হয়ে বয়ে চলো অহর্নিশ আমার সংসারে, অভাবি জীবনে। তোমাতে মিলতে চাই সাগরের খরস্রোতা নদী হয়ে, বয়ে যেতে চাই নীল মহাসাগর হয়ে। ইচ্ছে হলে সেখানে গড়ে দিও তুমি সবুজ কোনো দ্বীপ।

১.
[বাষ্প হয়ে জল মিশে থাকে বাতাসে
তুমিও তেমনি থেকো আমারই পাশে।]

যদিও
সংসারীর প্রেম, পথিকের প্রাণ
লুট হতে পারে যখন- তখন।
তবু, তোমারই প্রেমে
আমি উন্মুখ।
তোমাতেই পান করি
জীবনের সুখ।
সুখ যেনো নীরব ঘুমে।
সাধারণ বোধে, পূরণ না হওয়া সাধে!
যখনই করি অনুভব
আমরা ঘুমিয়ে আছি পাশাপাশি
আমরা আছি পরস্পর
অবিচ্ছেদ্য হয়ে।
যেনো কোথা থেকে চলে আসে
একরাশ সুখ তখন।
জানি এ সামান্য, সাধারণ
নিত্য ব্যাপার সংসারে।
এতো ঘটে হামেশাই, প্রতিদিন।
তবুও তুমি পাশে আছো
বলে, তা নতুন প্রতিরাতে।
তোমার মধুর স্রোত
এভাবেই ভাসায় আমাকে।

ভালোবাসা ভাসায়
তুলে দেয় সামনে জীবনের বাস্তবতা।
আমি অনুভব করি
অপূর্ণ রয়েছে এখনো সেই
ঘুমানোর বিছানা।
আকাশের কাছাকাছি কোনো
সফেদ বিছানায়
হয়নি শোয়া।
তোমার তো এই সামান্য ইচ্ছা।
তোমাকে বুকে করে বদ্ধ
এ ঘরে বড় বাতাসের
অভাব বোধ করি।
নিজেকে মনে হয় ব্যর্থ মানুষ।
তবুও আমি এনে দিব
সেই ঘর।
সফেদ বিছানা।
জানালায় যার খেলা করে
রোদ, বাতাসেরা যেখানে
সারাদিন গান করে।
যদি থাকে বহমান এ ভালোবাসার ¯্রাতে
আমরা নিশ্চয়ই
ঘুমাব সে বিছানায়।

২.

[যদিও ক্ষুদ্র সে সকল ছোট ছোট স্বপ্ন
তবুও তা আলো- আকাঙ্ক্ষার জেনো।]

বুকের ভেতর সাধ
তোমাকে নিয়ে।
ইচ্ছেমত কিনে দিই
চোখের কাজল, হাতের চুড়ি।
নখের রঙ, বুকের কাঁচুলি।
আরও যত সব।
হলোই বা তা অপ্রয়োজনীয় বাড়তি।
তবুও ইচ্ছে
জলস্রোতে
তোকে নিয়ে সাঁতরায়।

পার হই চিত্র নদী। অভাবের নেই দেখা
সংসারে আর।
তখন বলো কে আর শুনবে
মানা তোমার!

থেমে যায় থমকে!
কত প্রয়োজন মেটে নাই
চলে গেছে কতকাল
গড়িয়ে গড়িয়ে
হাহাকার জমিয়ে।
সংসারে জমে আছে
অভাবের পাহাড়।
আগে তারে সরানো দরকার।
তারপর দেখা যাবে
স্বপ্ন। তুমি জেনে রাখো
অভাবের পাহাড়ের নিচে
জমা হয়ে আছে স্বপ্নখনি।
তাকে আমি তুলে আনবোই।
জমা করে দিব
তোমার রতœকোষে।
তুমি শুধু
পাশে থাকো বউ।
থাকো এ সংসারে।
জীবনের জলস্রোতে।

অশেষাংশ

কেটে যায় যে দিন
সংসারে আনন্দ হয়ে,
তার উৎস তুমি।
তুমি আছো তাই জেগে থাকে জীবন।
আমার সংসারে তুমি
আনবে
নতুন প্রাণ, নতুন মানে।
ভরে যাবে তোমার কোল

আরণ্যকের গানে।
জীবনের সেই পথে বউ
হেঁটে চলি তোমারই হাত ধরে।
সংসারী এ প্রাণ
তোমাতেই আছে ভরে।

আমার সংসার
হোক
মুখর তোমার বাক্যে
সাধানায় যেন তোমাকেই পাই
শুধু দিও এই বর।
তোমারই ছোঁয়ায় যেন ভরে থাকে ঘর।
সংসারব্রত আমার যেন হয়
তোমাতেই সমাপ্ত।